

## শারিয়া - ক্যানাডার মুক্তিযুদ্ধ ৫

বলেছিলাম, শারিয়ার হাজার বছর আগে কিছু আইন বানিয়েছে মানুষ যা শারিয়ার চেয়ে ঢের বেশী মানবিক। সে নিবন্ধের আগে শারিয়া-প্রেম আরও কিছু কথা পরিষ্কার হওয়া দরকার। শারিয়া আইনে ধর্ষিতার শাস্তির মত হৃদয়বিদারক ঘটনা দেখিয়েছি তিনটে - আরো দু'টো এখানে দেয়া হল।

\*\*\*\*\*

ভোরের কাগজ - ১৪ এপ্রিল ২০০৫, ১ বৈশাখ ১৪১২ - (সংক্ষিপ্ত)

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি : আমজাদ গত ৩১ মার্চ ঐ বিধবাকে ধর্ষণ করে ....আমজাদ হাতেনাতে ধরা পড়ে। ইউপি সদস্য নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে বৈঠকে রায়ে ধর্ষিতা ও ধর্ষক আমজাদ উভয়কে ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয় ও ১০১ করে দোররা মারার ঘোষণা দেওয়া হয়। ধর্ষিতা জরিমানার অর্থ না দিলে সমাজে বন্ধসহ মাথার চুল কেটে ঘোল ঢেলে দিয়ে এলাকায় ঘোরানোর ঘোষণা দেওয়া হয়। জরিমানার অর্থ দিয়ে প্রভাবশালীরা ভূরিভোজ করবে। মামলা না করার হুমকি দেওয়ায় ধর্ষিতা মামলা করতেও সাহস করেনি। জরিমানার অর্থ জোগাতে ব্যর্থ হয়ে ও ১০১ ঘা দোররার ভয়ে ধর্ষিতা পালিয়ে গেছে। এ ব্যাপারে থানার কর্মকর্তার সঙ্গে ঘটনা জানতে চাইলে তিনি ধর্ষণ এবং বিচারের কথা শ্রীকার করে বলেন, বাদী না থাকায় মামলা হয়নি।

\*\*\*\*\*

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১০ই জুলাই ২০০৩। আবারও শারিয়ার বিষাক্ত ছোবলে জুতোপেটা হয়েছে এক ধর্ষিতা। মাদারীপুরের ঘটমাঝি গ্রামের মোফাজ্জল মাতব্বরের পুত্র তোফাজ্জল মাতব্বর তিন সন্তানের মা'কে ধর্ষণ করে। ধর্ষক ধরা পড়ে ও সালিসিতে অপরাধ স্বীকার করে। চরমোনাই পীরের মুরীদ আলী খাঁ'র সভাপতিত্বে রায় কার্যকর করা হয়, ধর্ষিতাকে ও ধর্ষককে ৪০ জুতোপেটা, আর ধর্ষকের আরো পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা। সালিসশীরা ধর্ষিতাকে তওবা পড়িয়ে স্বামীর হাতে তুলে দিতে চাইলে স্বামী তার স্ত্রীকে গ্রহণ চায় নি, পরে চাপের মুখে গ্রহণ করেছে।

\*\*\*\*\*

যে কোন বিবেকবান মানুষের প্রচেষ্টা হওয়া উচিত শুধু ওই আইনকে উচ্ছেদ করার, আমাদেরও তাই। ইউরোপে সম্প্রতি ক্যাথলিক যাজকেরা আইন বানাবার চেষ্টা করছেন, - যেসব রাষ্ট্র-প্রধান ক্যাথলিক আইন না মানবে তাঁদের শেষকৃত্য করানো হবে না। এ অপচেষ্টা ব্ল্যাকমেইল ছাড়া আর কিছুই নয়। সামাজিক অগ্রগতির জন্য সব রকম মানবাধিকার লংঘন প্রতিরোধ করা দরকার, ধর্মীয় উৎস তার মধ্যে একটা। মানুষের জীবন যে কোন ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থের চেয়ে পবিত্র। যতদিন শারিয়া “আল্লার আইন” বা “জীবন বিধান” এ অপবিশ্বাস ভাঙ্গা না যাবে ততদিন মানুষের জীবন এভাবেই ধ্বংস হতে থাকবে, ইসলামের বদনাম হতে থাকবে। মানুষ আজ বুঝে গেছে যে, মানবাধিকারকে কোন কেতাবের পরীক্ষায় পাশ করতে হবেনা বরং কেতাবকেই পাশ করতে হবে মানবাধিকারের পরীক্ষায়। হাজার বছরের ফেলু আবু ভাইয়ের হাতে জীবনের ভার তুলে দেয়া যায় না। ডাইনী-পোড়ানোকে বা সতিদাহকে ঐশী আইন হিসেবে কেউ বিশ্বাস করবে আর প্রয়োগ করবে তা যেমন হয়না, তেমনি ইসলামের নামে অত্যাচারকেও চলতে দেয়া যেতে পারে না। স্বামী-অত্নীয়-বন্ধু-সমাজের রক্তচক্ষু স্ত্রীকে পিষতে থাকবে, স্বামী ইচ্ছে মত এক সেকেণ্ডে তালাক দেবে আর স্ত্রী কোর্টের দরজায় কাজী, উকিল মোক্তারের পায়ে বছর ধরে নাক রগড়ে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দিয়ে স্বামীর সম্মতি কিনতে বাধ্য হবেন, এ পিছলামীকে মাথায় তুলে হাড়ভাঙ্গা আছাড় দিতে হবে। তালাকের পর স্ত্রী বাচ্চাদের নিয়ে কোথাও যেতে হলে স্বামী-প্রবরের আনুষ্ঠানিক অনুমতি নিতে হবে, -স্ত্রী বাচ্চা পাবেন শুধু ছেলের ৯ আর মেয়ের ৭ বছর পর্যন্ত (যতদিন তাদের যত্ন নিতে হয়) তার পরেই বাচ্চারা স্বামীর কাছে যাবে, কিংবা তালাকের পর স্ত্রী নামাজ না পড়লেই বা অন্য বিয়ে করলেই (কিছু বাচ্চাই করা পুরুষকে ছাড়া) বাচ্চা হারাবেন অথচ স্বামীর নামাজ-বিয়ের ব্যাপারে স্পিকটি নট, এ খান্দাবাজীর বাঁদরকে বিশ্ব-মুসলিমের

পিঠ থেকে নামাতে হবে। কাজটা কঠিন, কারণ ড্রাগ-অ্যাডিক্টরা নিজের বাড়িতে ডাকাতি করে পয়সার কারণে, শারিয়া-প্রেমীরা নিজেদের মা-বোনকে পোড়ায় সওয়াবের কারণে।

ক্যানাডার শারিয়া-ঘটনায় আরও মস্ত একটা ক্ষতি হয়েছে আমাদের। আলোচনার মাধ্যমে একটা মধ্যপন্থায় আসার বদলে মুসলিম সমাজের একটা সুগভীর অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের সিদ্ধান্তের ভার যা কোন না কোনদিন আমাদেরই নিতে হবে, তা চলে গেছে অমুসলিমের (সরকারের) হাতে ভাবার্থে বা আংশিক হলেও। সরকারের সিদ্ধান্তের ওপরে আমাদের দু'পক্ষেরই কোন নিয়ন্ত্রন ছিলনা। যে কোন সিদ্ধান্তে এক পক্ষ মুসলিম অপমানিত ও পরাজিত বোধ করতেন। আমরা হেরে গেলে কিছুদিন হা-হুতোশ করে অপেক্ষায় থাকতাম শারিয়া কোর্টের কোন অমানবিক রায়ের জন্য, এ পর্য্যন্তই। কিন্তু শারিয়া-মুসলিমেরা বড়ই জেদী আর প্রতিহিংসা-পরায়ণ। এ পরাজয় তারা কখনোই ভুলবে না যেমন বাংলাদেশে একাত্তরের পরাজয় ভোলে নি। এর প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা তারা করবেই যেমন বাংলাদেশে করেছে। বাংলাদেশে তারা সফল হয়েছে বিভিন্ন কারণে। ক্যানাডা ও পশ্চিমের লোকেরা এখনও কলির এই চাণক্যকে চেনে না। ভয়ংকর ভাইরাসের মত অপেক্ষায় আছে সে। সুযোগমত সে কৌশল করবেই, সুগভীর ষড়যন্ত্রের চাল চলে সরকারকে চিৎপটাং করা অপচেষ্টা করবেই।

ভিন্নমতের মুসলিমদের পাশ কাটিয়ে টেক্সা মারার স্বপ্ন না দেখে শারিয়া-মোড়লদের উচিত ছিল আইনগুলোকে মুসলিম-সমাজে পেশ করে আলোচনার ভিত্তিতে মুসলিম-আইন বানিয়ে তবে কোর্ট শুরু করা। সেটা তো তাঁরা করেনই নি, বরং কোন আলোচনার প্রস্তাবকে গ্রাহ্য করেন নি। নাম-ধাম গোপন রেখে কিছু মামলার চরিত্র ও রায় জানতে চেয়েছিল MCC, তার-ও তাঁরা জবাব দেন নি। আইন, কোর্ট, বিচার, ইসলাম সব কিছুর অদৃশ্য মালিকানা হাতাবার অপচেষ্টা করেছেন তাঁরা। শারিয়া কোর্টে না গিয়ে কেউ ক্যানাডার কোর্টে গেলে সে মুরতাদ, এই ভয়াবহ ও অনৈসলামিক ব্ল্যাকমেইল করারও চেষ্টা করেছেন আমাদের নারীদের। আর দু'টো বড় ভুল করেছেন তাঁরা কোর্টে টাকা ধার্য্য করে এবং “মুসলিম আইন” শব্দটার বদলে “শারিয়া” প্রয়োগের প্রস্তাব করে। আত্মঘাতী বুঝেই তাদের নেতা কেয়ার-ক্যানাডা শব্দটা বদলাবার প্রস্তাব করেছিল কিন্তু ততদিনে অনেক দেবী হয়ে গেছে।

তাঁরা দূর থেকে কখনো সরাসরি কখনো প্রকারান্তরে আমাদেরকে মুরতাদ ও অ্যামেরিকার ধামাধরা বলে চলেছেন। তাঁরা ভুলে গেছেন যে আমাদের সমর্থনে দুনিয়াময় বহু সম্মানিত ইসলামি পন্ডিত ও ইসলামি সংগঠন আছেন। ব্যক্তিগত আক্রমণ না করে তত্ত্ব-তথ্য নিয়ে সামনাসামনি বসলেই পরস্পরের অবস্থান সম্পর্কে সবার একটা স্বচ্ছ ধারণা হতে পারত, ক্যানাডার মুসলিম সমাজে এ ভয়াবহ বিভক্তি হত না। সমস্যা হচ্ছে এই যে, তাঁরা বিশ্বাস-নির্ভর আর আমরা মানবতা ও দলিল-নির্ভর যে দলিলের রক্ত-অশ্রু থেকে তারা পালিয়ে বেড়ান। এরই নাম মৌদুদিছলাম, ইসলামের ভেকধারী এ পিছলাম টরন্টোতে পৌঁছেছে বহু আগেই। সপ্তাহ দু'য়েক আগেও এখানে মৌদুদির কেতাব বিনামূল্যে (আহা ! আমাদেরও যদি অত্ত অত্ত টাকা থাকত!) বিতরণ করেছেন শারিয়া-সমর্থকেরা। খবর বলছে, - At the Toronto Book festival last week (of September), the Islamic Council of North America, ICNA, a group linked to the Muslim Brotherhood and the Jamaat-i-Islami, distributed free Qurans and a book titled "Understanding Islam" by Abul Ala Mauwdudi.

এবার আমরা শারিয়ার বহু আগের কিছু আইনের সাথে শারিয়ার তুলনা করব।

ফতেমোল্লা

১২ অক্টোবর ৩৫ মুক্তিসন।